37829 - যে ব্যক্তি এশার আগে তারাবীর সালাত আদায় করে ফেলেছে!

প্রশ্ন

প্রশ্ন :
আমি মসজিদে বিলম্বে প্রবেশ করেছি। ততক্ষণে আমার ছয় রাকাত তারাবীর সালাত ছুটে গেছে। আমি তারাবীর পর এশার সালাত আদায় করেছি। তারাবীর যে ছয় রাকাত ছুটে গেছে এর কাযা আদায় করা কি আমার উপর ওয়াজিব?

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এশার নামাযের আগে তারাবীর নামায পড়া ঠিক হয়নি। আপনি এশার নামাযের নিয়্যত করে তারাবীর জামাতে যোগ দিতে পারতেন। দুই রাকাত পড়ে ইমাম সালাম ফিরানোর পর আপনি দাঁড়িয়ে গিয়ে এশার বাকি দুই রাকাত সালাত পূর্ণ করে নিতে পারতেন। ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবী, বিতির, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) এশার সালাতের আগে হয় না; বরং পরে হয়। বরং এশার সুন্নত নামাযের পরে হয়। আপনি যা আদায় করেছেন তা সাধারণ নফল হিসেবে বিবেচিত হবে; ক্বিয়ামুল লাইল হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায্‌কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যদি কোন মুসলিম মসজিদে এসে লোকদেরকেতারাবীর সালাত আদায়রত অবস্থায় পায় এবং সে ব্যক্তি তখনো এশার সালাত আদায় করেনি সেক্ষেত্রেতিনি কি এশার নামাযের নিয়্যতে তাদের সাথে তারাবীর জামাতে যোগ দিতে পারবে?

উত্তরে তিনি বলেন:

“আলেমগণের দুইটি মতের অধিকতর সঠিক মত অনুসারে তাদের সাথে এশার নিয়্যতে যোগ দিয়ে সালাত আদায় করতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম সালাম ফিরালে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অবশিষ্ট সালাত সম্পন্ন করবেন।”যেহেতু সহীহবুখারী ও সহীহ মুসলিম এ মু’আয ইবনে জাবা’ল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার সালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এশার সালাত পড়াতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারটরি বরিোধেতিা করনেনে।এ হাদসি প্রমাণ করে যে, নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তরি পছিনে ফরয সালাত আদায়কারী ব্যক্তরি সালাত আদায় করা জায়যে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ গ্রন্থে এসছে যে, কোন এক সালাতুল খওফ (ভয়রে সময়রে সংক্ষপেতি নামায)এর সময় এক গ্রুপকে নয়িে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফরিয়িে ফলেনে। আবার দ্বতিীয় গ্রুপকে নয়িে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফরিান। এক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে প্রথমবাররে আদায়কৃত নামাযহচ্ছ- ফরয। কন্িতু দ্বতিীয় বাররেনামায তাঁর জন্য নফল, তাঁর পছেনে সালাত আদায়কারীদরে জন্য ফরজ।আল্লাহইতাওফকি দাতা।

[মাজমূ ফাতাওয়াস্ শাইখ ইবনে বায (১২/১৮১)]

শাইখ আরও বলনে: “ সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছ- রমজানে বা অন্য সময়ে এশার সুন্নত নামাযরে পরে তাহাজ্জুদ এর সালাত আদায় করা, যমেনটনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতনে। এক্ষত্রেে তাহাজ্জুদ এর সালাত বাড়ীতে বা মসজদিে আদায়ে কোন পার্থক্য নইে।”

[মাজমূ‘ ফাতাওয়াআশ শাইখ ইবনে বায (১১/৩৬৮)]

আর আপনার তারাবীর যে সালাত ছুটে গছে সে ব্যাপারে আপনারঅবকাশ রয়ছে। আপনি চাইলে তা আদায় করতে পারনে। আবার চাইলে তা ছড়েওে দতিপোরনে। তারাবীর নামায নফল ইবাদত। এর কাযা আদায় করা ওয়াজবি নয়, যভোবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে কাযা আদায় ওয়াজবি।

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।